AUG 03 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

ছাত্র রাজনীতির প্রশ্নে প্রধান মন্ত্রীর অবস্থান পরিবর্তন!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অবস্থান বদল করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর এই অবস্থান বদলের ঘটনা ঘটে। বিএনপির অঙ্গসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে আবার চাঙ্গা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট, ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণ ইউনিটকে ইতোমধ্যে সক্রিয় করা হয়েছে। সহসাই ছাত্রদলের স্থগিতকৃত কমিটি বাতিল করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হতে পারে।

বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান শনিবার জনকণ্ঠকে বলেছেন: আমরা ছাত্র রাজনীতিকে মেধানির্ভর করা এবং

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ছাত্র রাজনীতির প্রশ্নে

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্রদলকে গতিশীল করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি। অছাত্রদের নিয়ে ছাত্রদলের কোন কমিটি করা হবে না। তিনি বলেন, প্রকৃত ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের জন্য আমরা বিএনপি চেয়ারপার্সনকে অনুরোধ করেছি।

চার দলীয় জোট সরকার গঠনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিএনপি ও সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ছাত্রদলের ক্যাডার-নেতারা হল দখল, মস্তানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সরকার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে। কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হলেও ক্যাডার-নেতাদের অপকর্ম বন্ধ হয়নি। ছাত্রদলের ক্যাডারদের বাড়াবাড়ির মুখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনে 'প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার' কথা বলেন। তাঁর এ বক্তব্যের পর বিভিন্ন মহলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। ছাত্রলীগ 'পারলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি।

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের দিন প্রধানমন্ত্রী ভবনে বেগম জিয়া আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতিতেই ছাত্রদলের স্থগিত কমিটির সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টুর নেতৃত্বে ক্যাডাররা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়টি আবার সামনে চলে আসে।

শুধু সরকার-বিরোধী সংগঠনগুলোই নয়, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সরাসরি বিরোধিতা করে জোট সরকারের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযম প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাত করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করার পরামর্শ দেন। গোলাম আযম জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের সম্মেলনে প্রকাশ্যে একথা বলেছেন।

বিএনপির বাইরে চতুর্মুখী বিরোধিতার মুখে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা না-করা প্রশ্নে সরকারী দলে মতবিরোধ অব্যাহত থাকে। একটি অংশ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আইন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মত দেয়। অন্য অংশটি যত দ্রুত সম্ভব নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'পরিশোধিত ছাত্রদল' গড়তে পরামর্শ দেয়। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সমর্থক ও প্রতিপক্ষ–উভয় মহলই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের পক্ষে সরকারের নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সমর্থকরা সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণা কার্যকর করার কথা বলছেন, যাতে 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধ' বলতে যেন 'শুধু ছাত্রদল বন্ধ' না হয়ে দাঁড়ায়। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগ ও জামায়াত সমর্থক ছাত্রশিবিরসহ অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো বন্ধের কথাও যেন বিবেচনায় রাখা হয়। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার বিপক্ষের ব্যক্তিরা বলছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হলে তা বিএনপির জন্য বুমেরাং হতে পারে।

এসব বিতর্ক সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা প্রশ্নে ইতোপূর্বে দেয়া প্রস্তাবের ওপর গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অবিচল ছিলেন। জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণ ও বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মত পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। এর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই গত ২৩ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে মেয়েদের ওপর পুলিশী হামলার ঘটনা ঘটে। প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন গড়ে তোলে। ছাত্রদল নামধারী ক্যাডাররা পুলিশের সঙ্গে মিলে সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালায়। ফুঁসে ওঠা সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলন তীব্রতর হয়। গত ২৯ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে বিদায় নিতে হয়।